হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-৪



জামারাত, কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান

এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- কংকর নিক্ষেপ
- কংকর মারার আদব
- বিদায়ী ত্বাওয়াফ (طواف الوداع)
- তিনটি হজ্জের সময়কাল (ميعاد الأنساك الثلاثة)
- কিরান ও ইফরাদ হাজীদের করণীয়
- হজ্জ শেষে মক্কায় ফিরে করণীয়

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ
আলোচ্য বিষয়সমূহ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান (হাদী, কুরবানী ও দম এর বিধান)

কংকর নিক্ষেপ (رمى الجمار)

মিনায় ৪দিনে মোট ৭০টি কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। ১০ই যিলহাজ্জ কুরবানীর দিন সকালে বড় জামরায় ৭টি। অতঃপর ১১, ১২ই যিলহাজ্জ প্রতিদিন দুপুরে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর হ'তে সন্ধ্যার মধ্যে তিনটি জামরায় ৩X৭=২১টি করে মোট ৪২টি। আর যদি ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে নিক্ষেপ করা না যায় তাহলে ১৩ তারিখে এক ই নিয়মে আরো ২১ টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে।

ছোলার চাইতে একটু বড় যেকোন কংকর হ'লেই চলবে এবং তা যেখান থেকে খুশী কুড়িয়ে নেওয়া যায়। তবে ১০ তারিখে বড় জামরায় মারার জন্য প্রথম সাতটি কংকর মুযদালিফা থেকে বা মিনায় ফেরার সময় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া মুস্তাহাব। 'মুযদালিফা পাহাড় থেকে বিশেষ সাইজ ও গুণ সম্পন্ন কংকর সংগ্রহ করতে হবে' বলে যে ধারণা প্রচার করা হয়ে থাকে, তা নিছক ভিত্তিহীন।

কংকর মারার আদব (من آداب الرمى)

(ক) ১১, ১২, ১৩ তারিখে প্রথমে 'জামরা ছুগরা' (ছোট) যা মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী, তারপর 'উস্তা' (মধ্যম) ও সবশেষে

‘কুবরা’ (বড়)-তে কংকর মারতে হবে। যদি কেউ সূর্য পশ্চিমে ঢলার পূর্বে কংকর মারে কিংবা নিয়মের ব্যতিক্রম করে আগে ‘বড়’ পরে ‘মধ্যম’ ও শেষে ‘ছোট’ জামরায় কংকর মারে, তবে তাকে ফিদ্ইয়া স্বরূপ একটি কুরবানী দিতে হবে।

(খ) পূর্ণ শালীনতা ও ভদ্রতার সাথে ‘জামরা’-র উঁচু পিলার বেষ্টিত হাউজের কাছাকাছি পৌঁছে তার মধ্যে কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিবারে ‘আল্লাহু আকবর’ বলে ডান হাত উঁচু করে সাতবারে সাতটি কংকর মারবেন। খেয়াল রাখতে হবে হাউজের মধ্যে পড়ল কি-না। নইলে পুনরায় মেরে সাতটি সংখ্যা পূরণ করতে হবে।

(গ) কংকর গণনায় ভুল হ’লে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে দু’একটা পড়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে, তাতে কোন দোষ হবে না। কিন্তু সবগুলি হারিয়ে গেলে পুনরায় কংকর সংগ্রহ করে এনে মারতে হবে। নইলে ফিদ্ইয়া দিতে হবে।

(ঘ) ছোট ও মধ্যম জামরায় কংকর মেরে প্রতিবারে একটু দূরে সরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু’হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর নিকট দো‘আ করতে হয়। অতঃপর বড় জামরায় কংকর মারার পর আর দাঁড়াতে হয় না বা দো‘আও করতে হয় না।

(ঙ) এই সময় হুড়াহুড়ি করা, ঝগড়া করা, জোরে কথা বলা, কারু গায়ে আঘাত করা, হাউজে জুতা-স্যান্ডেল নিক্ষেপ করা, কারু উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়া, পা দাবানো ইত্যাদি কষ্টদায়ক যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে।

শয়তান মারার নামে এগুলি আরেক ধরনের শয়তানী কাজ মাত্র। হজ্জের পবিত্র অনুষ্ঠানসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এগুলি পালন করতে এসে যাবতীয় বিদ'আত থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। নইলে হজ্জের নেকী হ'তে মাহরূম হবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে।

(চ) সক্ষম পুরুষ বা মহিলার পক্ষ হ'তে অন্যকে কংকর মারার দায়িত্ব দেওয়া জায়েয নয়। যার কংকর তাকেই মারতে হবে।

(ছ) নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কংকর মারার ক্বাযা আদায় করার নিয়ম নেই।

(জ) তবে যদি কেউ শারঈ ওযর বশতঃ সন্ধ্যার সময়সীমার মধ্যে কংকর মারতে ব্যর্থ হন, তাহ'লে বাধ্যগত অবস্থায় তিনি সূর্যাস্তের পর হ'তে ফজরের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কংকর মারতে পারেন। যদিও সেটা সহজ নয়। এজন্য করণীয় কি তা উপরে উল্লেখিত হয়েছে।

(ঝ) বদলী হজ্জের জন্য কিংবা প্রচন্ড ভিড়ের কারণে দুর্বল, রোগী বা অপারগ মহিলা হাজীর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হ'লে প্রথমে নিজের জন্য সাতটি কংকর মারবেন। পরে দায়িত্ব দানকারী মুওয়াক্কিল-এর নিয়তে তার পক্ষে সাতটি কংকর মারবেন।

(ঞ) ১২ই যিলহাজ্জ কংকর মারার পর হজ্জের কাজ শেষ করতে চাইলে সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ করে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। যদি রওয়ানা অবস্থায় ভিড়ের কারণে মিনাতেই সূর্য ডুবে যায়, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি রওয়ানা হবার পূর্বেই মিনাতে সূর্য অস্ত যায়, তাহ'লে থেকে যেতে হবে ও পরদিন দুপুরে সূর্য ঢলার পর আগের দিনের ন্যায় যথারীতি তিন জামরায় ২১টি কংকর মেরে রওয়ানা হ'তে হবে। ১২ তারিখে আগেভাগে চলে যাওয়ার চাইতে ১৩ তারিখে দেরী করে যাওয়াই উত্তম। কেননা এতেই সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ হয়।

(ট) বাধ্যগত শারঈ ওযর থাকলে মিনায় রাত্রিযাপন না করে ১১-১২ দু'দিনের কংকর যেকোন একদিনে একসাথে মেরে মক্কায় ফেরা যাবে।

বিদায়ী ত্বাওয়াফ (طواف الوداع)

ঋতুবতী ও নেফাস ওয়ালী মহিলা ব্যতীত কোন হাজী বিদায়ী ত্বাওয়াফ ছাড়া মক্কা ত্যাগ করতে পারবেন না। যদি কেউ সেটা করেন, তাহ'লে তাকে ফিদ্ইয়া স্বরূপ একটি কুরবানী দিতে হবে। অতএব মিনার ইবাদত সমূহ শেষ করে মক্কায় ফিরে এসে হাজীগণ বায়তুল্লাহর বিদায়ী ত্বাওয়াফ করবেন। এ সময় সাঈ করার প্রয়োজন নেই।

তবে যদি ইতিপূর্বে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' না করে থাকেন, তাহ'লে তামাত্তু হাজীগণ 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' ও সাঈ করে পূর্ণ হালাল হয়ে দেশে রওয়ানা হবেন। তখন তাকে আর পৃথকভাবে 'বিদায়ী ত্বাওয়াফ' করতে হবে না। পক্ষান্তরে ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় এসে ত্বাওয়াফে কুদূম-এর সময় সাঈ করে থাকলে এখন আর তাকে সাঈ করতে হবে না। কেবল 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করেই হালাল হয়ে দেশে রওয়ানা হবেন।

অনুরূপভাবে ঋতুবতী বা নেফাস ওয়ালী মহিলাগণ বিদায়ী ত্বাওয়াফ ছাড়াই বায়তুল্লাহ থেকে বিদায় হবার দো'আ পাঠ করবেন, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

তিনটি হজ্জের সময়কাল (ميعاد الأنساك الثلاثة)

তিনটি হজ্জের মধ্যে তামাত্তু হজ্জের জন্য সময় লাগে একটু বেশী এবং এতে কষ্টও কিছুটা বেশী। কেননা তাকে প্রথমে ওমরাহর ত্বাওয়াফ ও সাঈ করতে হয়। পরে নতুন ভাবে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' ও সাঈ করতে হয়। ফলে গড়ে দু'টি বা তিনটি ত্বাওয়াফ ও দু'টি সাঈ করতে হয়। অবশ্য এতে তার নেকীও বেশী হয়।

এর পরের সংক্ষিপ্ত হজ্জ হ'ল ক্বিরান ও ইফরাদ। এতে গড়ে দু'টি ত্বাওয়াফ ও একটি সাঈ করতে হয়। সর্বসাকুল্যে ৮ই যিলহাজ্জ থেকে ১২ বা ১৩ই যিলহাজ্জ পর্যন্ত ৫ বা ৬ দিনে এই হজ্জ সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, বিদায়ী ত্বাওয়াফের পর সফরের গোছগাছ ব্যতীত অন্য কারণে দেরী হ'লে তাকে পুনরায় বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। বিদায়ের সময় বায়তুল্লাহকে সম্মান দেখাবার জন্য পিছন দিকে হেঁটে বের হওয়া নিকৃষ্টতম বিদ'আতী কাজ। বরং অন্যান্য মসজিদের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে মুখ ফিরিয়ে দো'আ পড়তে পড়তে বেরিয়ে আসতে হবে।

কিরান ও ইফরাদ হাজীদের করণীয়

(أعمال القارن والمفرد)

‘ক্বিরান’ অর্থাৎ যারা ওমরাহ ও হজ্জ একই নিয়তে ও একই ইহরামে আদায় করেন এবং ‘ইফরাদ’ অর্থাৎ যারা স্রেফ হজ্জ-এর নিয়তে ইহরাম বাঁধেন, তাঁরা তামাত্তু হাজীদের ন্যায় মক্কায় গিয়ে প্রথমে বায়তুল্লাহতে ‘ত্বাওয়াফে কুদূম’ বা আগমনী ত্বাওয়াফ সম্পাদন করবেন ও ত্বাওয়াফ শেষে দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর ইচ্ছা করলে সাঈ করবেন অথবা রেখে দিবেন। যা তিনি হজ্জ শেষে ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ’ করার পর সম্পাদন করবেন।

আর যদি ত্বাওয়াফে কুদূমের পরেই সাঈ করেন, তাহ’লে তাকে ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ’ শেষে পুনরায় সাঈ করতে হবে না। অর্থাৎ শুরুতে একবার সাঈ করলে শেষে আর সাঈ প্রয়োজন হবে না। তবে তাকে ত্বাওয়াফে কুদূমের পর থেকে ১০ই যিলহাজ্জ কুরবানীর দিন হালাল হওয়া পর্যন্ত ইহরামের পোষাকে থাকতে হবে। ‘ক্বিরান’ হজ্জের জন্য কুরবানী ওয়াজিব হবে। কিন্তু ‘ইফরাদ’ হজ্জের জন্য কুরবানী প্রয়োজন নেই।

হজ্জ শেষে মক্কায় ফিরে করণীয়

الأعمال في مكة بعد الفراغ من الحج

হজ্জের সব কাজ সেরে মক্কায় ফিরে দেশে ফেরার জন্য বিদায়ী ত্বাওয়াফের আগ পর্যন্ত মাসজিদুল হারামে যত খুশি ছালাতে এবং দিনে-রাতে যত খুশি ত্বাওয়াফে সময় কাটাবেন।

কেননা বায়তুল্লাহর ছালাতে অন্য স্থানের চাইতে এক লক্ষ গুণ বেশী নেকী রয়েছে এবং বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফে প্রতি পদক্ষেপে একটি করে গুনাহ ঝরে পড়ে ও একটি করে নেকী লেখা হয়। এই সময় সর্বদা তেলাওয়াত ও ইবাদতে রত থাকা এবং তাক্বওয়া বৃদ্ধি পায় এমন কিতাব সমূহ পাঠের মধ্যে মনোনিবেশ করা উত্তম।

নোট